দৈনিক সংবাদ

তারিখ 10 SEP 1987
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৮

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কবে খুলবে ?

এ প্রশ্ন আজ অনেকের। এ প্রশ্ন অভিভাবক ও হাজার হাজার ছাত্র/ছাত্রীর। এ প্রশ্ন আজ সাধারণ নাগরিকদেরও। সাধারণ দাবী-দাওয়া নিয়েও এখন পথে নামতে হয়। মিছিল করতে হয়। তিন বছরের কোর্স শেষ করতে এখন দ্বিগুণ সময়ের প্রয়োজন হয়। অথচ চাকরির বয়সসীমা বাড়ানোর জন্যও আন্দোলন করতে হয়। এটা হওয়া উচিত কিনা আন্দোলনেই। এটা হওয়া উচিত বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে।

অশেষ দুঃখের ব্যাপার এই যে, কোনো আন্দোলন, মিছিল, অনশন, হরতাল ইত্যাদি গুরুত্ব দেয়া হয় না। কবে এ দুরবস্থার অবসান হবে ? একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে মনে জেগে ওঠে এমনি ধরনের হাজারো প্রশ্ন। একজন অভিভাবক হিসেবে আমার এই মুহূর্তের প্রশ্ন হচ্ছে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কবে খুলবে ?' কর্তৃপক্ষ জবাব দেবেন কি ?

এম, এ আখন্দ
আলেকান্দা, ধরিশাল।

ইম্প্রুভমেন্ট পরীক্ষার্থীদের এম, বি, বি, এস-এ ভর্তি প্রসঙ্গে

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকএ ২০০০ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বরের ১০% ভর্তি পরীক্ষার নম্বরের সাথে যোগ করে মেধা তালিকা তৈরী করা ও মৌখিক পরীক্ষা নামক ২০ নম্বরের স্বজনপ্রীতির পরীক্ষা রীতি বিবর্জিত শুধুমাত্র ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে মেধা তালিকা তৈরী করার যে নিয়মটা গত ১৯৮৬-৮৭ শিক্ষাবর্ষে এম, বি, বি, এস-এর ভর্তির ক্ষেত্রে চালু করা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে একটা উৎকৃষ্ট নিয়ম।

কিন্তু একটা বিষয়ে কর্তৃপক্ষ বরাবরই অবিচার করে থাকেন। গত ভর্তি পরীক্ষায় সেটা আরও প্রকট আকার ধারণ করেছে। নতুন নিয়মে ইম্প্রুভমেন্ট পরীক্ষার্থীদের বেলায় প্রতি ইম্প্রুভমেন্ট বছরের জন্যে ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর থেকে ২৫ নম্বর বাদ দেওয়া হয়। একটা ইম্প্রুভমেন্ট পরীক্ষার্থী ইম্প্রুভমেন্ট দেওয়ায় প্রথম বছর ভর্তি পরীক্ষা তো দিতেই পারে না। তাছাড়া কোন কারণে দু'বছর অনিয়ম হলে ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর থেকে ২৫×২ = ৫ নম্বর বাদ গেলে সে কি ভাবে চান্স পাবার আশা করতে পারে ? যেখানে ১টা নম্বরের জন্য অনেক গুলো পরীক্ষার্থী তুখোড় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সেখানে ৫ নম্বর হারানো মানে চান্স না পাওয়া সম্পর্কে একেবারে নিশ্চিত হওয়া প্রকৃত মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করানোর সদিচ্ছা কর্তৃপক্ষের থেকে থাকলে নিয়মিত ও ইম্প্রুভমেন্ট পরীক্ষার্থীদের মধ্যে এহেন নম্বর কাটাকাটির বৈষম্য সৃষ্টি না করে শুধুমাত্র লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে প্রকৃত মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী বেছে নেওয়া উচিত।

-বাদল, ২য় বর্ষ আইন(সম্মান)
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট জিজ্ঞাসা 'আলিম' ৮৫।৮৬ কিভাবে উচ্চ মাধ্যমিক সমতুল্য ?

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৬/৮৭ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক ও সম্মান শ্রেণীতে ১৯৮৫/৮৬ সালে আলিম পাস ছাত্রদেরকে ভর্তির অনুমতি দিয়েছে। (বিজ্ঞপ্তির তারিখ ৫-২-৮৭ সূত্র নং ২০৭-(২০০)/৪-২ 'দৈনিক সংবাদ') রাজশাহীবিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত "উচ্চ মাধ্যমিক অথবা তার সমতুল্য" হিসাবে আলিমকে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ '৮৫/৮৬ সালে আলিম শ্রেণীতে মাধ্যমিক মানের বাংলা ও ইংরেজী পড়ানো হয় এবং তাই পরীক্ষা দেই। আমি নিজেও আলিম ৮৬ সালে মাধ্যমিকশ্রেণীর বাংলা ও ইংরেজী বিষয় নিয়ে আলিম পাস করি। এমনিভাবে বিজ্ঞান বিভাগেও। অতএব আলিম '৮৫/৮৬ সালের পাস ছাত্ররা মাধ্যমিক সমতুল্য। সুতরাং কিভাবে স্নাতক ও সম্মান শ্রেণীতে আলিম/মাধ্যমিক পাস ছাত্ররা ভর্তির যোগ্য বলে বিবেচিত ?

এদিকে চট্টগ্রামের বেশ কিছু বেসরকারী কলেজে এই বিজ্ঞপ্তি দেখিয়ে অবাধে ভর্তি করা হল, যাচাই করা হলনা। ভর্তির টাকা দিয়েছে সুতরাং ভর্তির যোগ্য। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন সার্কুলারও দেননি, এই ব্যাপারে আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত রেজিষ্ট্রার সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ছাত্রদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার মত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ব্যাপারে মাদ্রাসা বোর্ডের চরম উদাসীনতা লক্ষণীয়। 'দৈনিক সংবাদে'-এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর মাদ্রাসা বোর্ড কোনরকম প্রতিবাদলিপি বা সংশোধনীপত্র পাঠাননি।

অতএব আমার প্রশ্ন, আলিম (মাধ্যমিক) ৮৫/৮৬ সালের ছাত্ররা কিভাবে উচ্চ মাধ্যমিক সমতুল্য ? আর উচ্চ মাধ্যমিক না পড়ে কিভাবে স্নাতক ও সম্মান শ্রেণীতে ভর্তির যোগ্য বলে বিবেচিত ? অতি সত্বর স্নাতক ও সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি করা ছাত্রদের 'ভর্তি বাতিল' বলে ঘোষণা করা হোক।

আবদুল হামিদ
রোল নং ৫৪
ফাজিল ২য় বর্ষ
দারুল উলুম মাদ্রাসা
চন্দনপুরা, চট্টগ্রাম-৪০০০।